ই-পেপার বুধবার ● ২৬ জুন ২০১৯

The Daily Shomoyer Alo

সময়ের আলো

সত্য প্রকাশে আপসহীন

বই আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের শ্রুতিকথন

মামুন রশীদ

প্রকাশ: শুক্রবার, ২১ জুন, ২০১৯, ১২:০০ এএম **আপডেট:** ২১.০৬.২০১৯ ১২:২৯ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

অ + অ - অ

‘বাঙালির ইতিহাস নাই’। কথাটি আক্ষেপ করে বলেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কারণ বাঙালি তার নিজের ইতিহাস লেখেনি, লেখে না। ইতিহাসচর্চার চেয়ে আমাদের আগ্রহ বেশি ইতিহাস দখলে, ইতিহার বিকৃতিতে। ফলে আমাদের ইতিহাস লেখা হয় না। বাঙালির ইতিহাস প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরও বলেছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালীর বিদেশী বিধর্ম্মীঅসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত্রমাত্র। আমাদের ইতিহাস নেই বলে যে আক্ষেপ, যুগে যুগে তা দূর করতে হবে। ইতিহাস লিখতে হবে। এই লেখার দায়িত্ব কার? সেই দায়িত্ব আমাদেরই। সাহিত্য সম্রাটকে ধার করেই বলি, ‘তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি, তাহাকেই লিখিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদেরকেই লিখতে হবে। আপনার-আমার লেখার মধ্য দিয়েই লেখা হবে প্রকৃত ইতিহাস। যা থেকে আগামী প্রজন্ম জানবে পেছনে ফেলে আসা দিনের কথা। গবেষকরা খুঁজে পাবেন ইতিহাসের অনন্য দলিল। তাই আমাদেরই লিখতে হবে জানা, দেখা ও শোনার পরিধির মধ্যে থেকে উঠে আসা ঘটনাবলি।

আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। গৌরবোজ্জ্বল এ অর্জনের ইতোমধ্যে প্রায় চার দশক পেরিয়ে গেছে। অথচ এখনও আক্ষেপ, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি, এখনও লেখা হয়নি। সবচেয়ে বেদনার, আমাদের গৌরবময় এই অর্জন নিয়ে স্বাধীনতার পর নানামুখী ষড়যন্ত্র হয়েছে। ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণ্য চেষ্টা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অর্জন নানাভাবে খাটো করার অপচেষ্টাও হয়েছে। সেইসব অপচেষ্টা এবং ঘৃণিত উদ্যোগ ইতিহাসের আলোকিত পথে হারিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং মুক্তিযোদ্ধারা

আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানÑ এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত।মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পেতে শুরু করেছেন। তবে একই সঙ্গে আমাদের আফসোস, সময়ের নিষ্ঠুর স্রোতে আমরা একে একে হারিয়ে ফেলছি আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। হারিয়ে যাওয়ার আগেই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতি থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনাগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলা প্রশাসন।উপজেলা প্রশাসনের প্রশাসক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রশাসনিক দায়িত্বের বাইরে এসে ইতিহাসের প্রতি দায়বোধ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রæতিকথা সংরক্ষণের মহতী ভ,মিকা পালন করেছেন।

ইতিহাসের পাঠ সংরক্ষণে শ্রæতিলিখনের ভ,মিকা অপরিসীম। কথ্য ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক অলিখিত বিষয় উঠে আসে, যা পরবর্তীকালে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পাঠ নির্মাণে ভ,মিকা রাখে।মহান মুক্তিযুদ্ধে গাবতলী উপজেলার যেসব মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উদ্যোগী হয়ে তাদের স্মৃতিকথা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন।তার উদ্যোগেই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাবতলী উপজেলার জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধার কথা সংরক্ষণ করা হয় ‘মুক্তিযুদ্ধের শ্রæতিকথা : গাবতলীর সূর্যসন্তানেরা’ বইয়ে।মহতী এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করেন রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক, ত্রিশজন ছাত্র এবং স্থানীয় দশজন ভিডিওম্যান। পুরো দলটি দশটি ভাগে ভাগ হয়ে সাত দিনে গাবতলী উপজেলার ২১২ জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনায় উঠে আসা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতি, যুদ্ধের ভয়াবহতা, স্বজন হারানোর বেদনা, ভারতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নেওয়া প্রশিক্ষণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের শ্রæতিকথা : গাবতলীর সূর্যসন্তানেরা বইয়ে।মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ণনাগুলো ভিডিওতে ধারণ করে রাখার পাশাপাশি অবিকল তাদের মুখের বর্ণনাতেই স্থান পেয়েছে বইয়ের পাতায়। মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি সংবলিত ছয়শ পাতার শ্রæতিকথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণের পথে এক অনন্য দলিল।বইয়ের পাঠের সঙ্গে কোনো আগ্রহী পাঠক সরাসরি মুক্তিযোদ্ধার মুখের বর্ণনা শুনতে চাইলে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত ভিডিও থেকে দেখার সুবিধা রাখা হয়েছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উদ্যোগী হয়ে ইতিহাস নির্মাণের পথে যে ভ,মিকা পালন করেছেন, তা একটি মাইলফলক। স্থানীয় প্রশাসন আন্তরিকভাবে চাইলে যে এমন মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সহজ, তার উদাহরণ তৈরি হয়েছে বইটি প্রকাশের মাধ্যমে। আমাদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমাদের নিজের নিজের জায়গা থেকে নিতে হবে, সেই উদ্যোগে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ভ,মিকা প্রশংসনীয়।‘ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে’- নিজের অবস্থান থেকে সেই কঠিন দায়িত্বই পালিত হয়েছে বইটি সম্পাদনার মাধ্যমে। বইটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। সোহেল আশরাফের প্রচ্ছদে প্রকাশিত বইটির উপদেষ্টা সম্পাদক মোস্তফা তারিকুল আহসান এবং সহযোগী সম্পাদক মো. হেলাল উদ্দিন।গাবতলী উপজেলা প্রশাসনের প্রকাশনায় বইটির বিনিময় মূল্য ১২০০ টাকা।

1 Comment

Add a comment...

D.n. Arefin

স্যার, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, ছক কষেও রেখেছি। আসল* তথ্যদাতাদের সংখ্যা কমছে সময় ও সুযোগের অপেক্ষ
প্রেমিকার জন্ম তারিখ আমার মনে থাকে কিন্তু বাংলাদেশের জন্মদিন (বিজয় দিবস আর স্বাধীনতা দিবস) গুলিয়ে এ
আমাদের জন্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে,রাখতে হবে পরবর্তীদের জন্য কীর্তিগাঁথার সত্যতা ও লিপিবদ্ধ রূপ।

Like · Reply · 1 · 1d

Facebook Comments Plugin

এই ক্যাটেগরির আরো সংবাদ

- ভোরের গানের প্রতীক্ষায়
- পথ
- সাতমাথা-২
- কাজলস্বপ্ন
- বাৎসল্য